যায়যায়দিন

তারিখ ······ 3 JUL 2009 ···
পৃষ্ঠা ······ কলাম ······

মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন পদক্ষেপের প্রশংসা

দেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাদ্রাসা শিক্ষার রয়েছে সুদীর্ঘ ঐতিহ্য। আলোকিত মানুষ গড়ার শিক্ষাকেন্দ্র- দেশের মাদ্রাসাগুলোকে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের বিভিন্নমুখী প্রয়াস ইতোমধ্যে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও যুগোপযোগী করার উপায়-পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য সম্প্রতি একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরো যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত করার লক্ষ্যে পাঠ্যক্রমে আধুনিক বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কওমী ধারার আলেমদের সমন্বয়ে একটি কমিশন গঠনের ঘোষণাও দিয়েছেন। স্বতন্ত্র এ্যাফেলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী-আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণাদান, বেসরকারী বেতন কমিশন গঠন এবং দাখিল স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদানের সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে সরকারের সুবিবেচনা প্রসূত ভাবনার ফল। মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণে স্বতন্ত্র অধিদফতরের কথাও চিন্তা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে সরকারের এই মহতী ভাবনা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা ইতোমধ্যে বিভিন্ন মহলে অভিনন্দিত হয়েছে। বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিকায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, অতি সম্প্রতি তার প্রশংসা করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন। মঙ্গলবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনিকে টেলিফোন করে হিলারী ক্লিনটন তার প্রশংসার কথা জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যারিশম্যাটিক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা মন্ত্রীসভার অত্যন্ত প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ ও দূরদর্শী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে হিলারী ইতোমধ্যে দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জন করেছেন। হিলারী বাংলাদেশেও যথেষ্ট জনপ্রিয়। বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতা থাকার কারণে এই শস্য-শ্যামল দেশটি তার স্মৃতিতে জড়িয়ে আছে। বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে, তা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অত্যন্ত সময়োপযোগী ও বাস্তবোচিত এসব পদক্ষেপের স্বীকৃতি হিসেবে তার প্রশংসা যথার্থ। তাছাড়া সঠিক সময়ে টেলিফোনে তা বাংলাদেশী প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দেয়াও তার উদার, কূটনৈতিক শিষ্টাচার ও গতিশীল মানসিকতার পরিচায়ক। আগামী সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনির যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে। সে সময় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটনের সাথে বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার বিভিন্ন দিক প্রসঙ্গে উভয়ে মত বিনিময় করার সুযোগ পাবেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা একটি চলমান ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ব্যবস্থা। এর উন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহও হওয়া উচিত গতিশীল ও ধারাবাহিক। মাদ্রাসা শিক্ষার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে উন্নয়নমুখী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে হবে। এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ধারার উন্নয়নে নিয়মিত পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া পুঞ্জীভূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, উন্নয়নের পন্থা নির্ধারণ এবং আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া যুগোপযোগী করার পদক্ষেপসমূহ মূল্যায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মহলের নীতি-নির্ধারকদের মত বিনিময়ও অত্যন্ত জরুরী। বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত বিধায় এর সংকোচন কোন ভাবেই কাম্য নয়। সাম্প্রতিক সময়ে সোমালিয়া ও আরো কিছু দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ ঘোষণার ফলে যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা সবার চোখ খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এর বিপরীত চিত্রও আছে। ইন্দোনেশিয়ার মাদ্রাসা শিক্ষার বিকাশে এমনকি যুক্তরাষ্ট্র সরকারও ইতোমধ্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকও দূরপ্রাচ্যের এই দ্বীপ দেশটির মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে ৫ কোটি ডলার ঋণদানের কথা ঘোষণা করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষাসহ অন্যান্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাংলাদেশকেও যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস মরিয়ার্টি সম্প্রতি ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে আশ্বাস বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, বাংলাদেশের স্বার্থের ব্যাপারে কোন ছাড় দেয়া হবে না। ভারতের টিপাইমুখ বাঁধ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারেও ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর যোগাযোগ ও অব্যাহত কূটনৈতিক তৎপরতা ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে তার নিজস্ব উদ্যোগে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় মনোযোগী হতে হবে। এ লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাকে স্বমহিমায় বিকশিত হবার পথ প্রশস্ত করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করার জন্য সরকার ইতোমধ্যে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলোর সুষ্ঠু ও যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখেই জনবল বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন, এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান জটিলতা নিরসন করতে হবে। সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার বেতন স্কেল ও নিয়োগ বিধিতে বৈষম্য দূর করার কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। মাদ্রাসার কারিকুলাম ও সিলেবাস যুগোপযোগী করার প্রয়াস ত্বরান্বিত করার সাথে সাথে এ ক্ষেত্রে দূরদৃষ্টি ও সুচিন্তার স্বাক্ষর থাকতে হবে। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যবইয়ের সাথে সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যবইয়ের সমন্বয় সাধন এবং সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। ইতিপূর্বে প্রধানমন্ত্রীর সাথে মাদ্রাসা প্রতিনিধিবর্গ ও কর্মরত নেতৃবৃন্দের সফল বৈঠকের মধ্য দিয়ে সমন্বয় সৃষ্টির যে ধারাবাহিকতার সূচনা ঘটেছে, তাকে আরো এগিয়ে নিতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আরো তৎপর হতে হবে।